দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

আল-হাদীস আর্কাইভ-২০১৭

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৭ ঈসায়ী

সূচীপত্র

হে কল্যাণের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও। ৪

সায়্যিদুল ইস্তিগফার (গোনাহ মাফের সর্বশ্রেষ্ট দোয়া) এর ফজিলত ও শর্ত। ১২

ইসলাম ও আল জিহাদ ১৫

হে কল্যাণের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও।

মুহাম্মাদ আনিসুর রহমান

AL-BALAGH

Media

০৬-০৭-২০১৭

হে কল্যাণের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও।

...মুহাম্মাদ আনিসুর রহমান

الحمد لله الذى وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده، اما بعد: فقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

পবিত্র রমজান মাস মুমিন বান্দার জন্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা'র নৈকট্য অর্জন, ক্ষমা ও প্রতিদান লাভের এক উৎকৃষ্ট মৌসুম। এ মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয় আর শৃংখলাবদ্ধ করে রাখা হয় পাপকাজে প্ররোচনা দানকারী শয়তানদের। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ

''যখন রমজান মাসের আগমন ঘটে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়।" -সহীহ মুসলিম: ১০৭৯

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

‘‘যখন রমজান মাসের প্রথম রাতের আগমন ঘটে, তখন দুষ্ট জ্বিন ও শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, তার একটি দরজাও খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, তার একটি দরজাও বন্ধ করা হয় না। আর একজন ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে- হে কল্যাণের প্রত্যাশী! অগ্রসর হও, হে অকল্যাণের প্রার্থী! থেমে যাও। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ মাসের প্রতি রাতে অসংখ্য জাহান্নামীকে মুক্তি দান করেন।” -সুনানে তিরমিযী: ৬৮২

রমজান হচ্ছে কল্যাণ লাভে সম্মুখ অগ্রসর হওয়ার মৌসুম; কিন্তু সমস্ত রোজাদার ব্যক্তি কি এ পবিত্র মাসের কল্যাণ লাভ করতে পারে? পারে কি নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করিয়ে নিতে? কেননা অনেক রোজাদার তো এমন রয়েছে, যাদের রোজা কেবল পানাহার ত্যাগ ছাড়া কিছুই নয়! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِوَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

‘‘যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি; তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।” -সহীহ বুখারী: ১৯০৩

আল্লাহর সীমালঙ্ঘন আর অবাধ্যতা হচ্ছে কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। সুতরাং এ পবিত্র মাসে রমজানের ফরজ হুকুম রোজা আদায়ের পাশাপাশি অন্যান্য নেক আমলে মশগুল থাকা চাই; নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা চাই গুনাহ সংঘটনের যাবতীয় আসবাব আর মন্দ পরিবেশ থেকে। রোজা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ; লক্ষ্য রাখতে হবে এ ঢাল যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, কিছুতেই বিদীর্ণ না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ

‘‘সিয়াম (রোজা) ঢাল স্বরূপ। সুতরাং অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায় অথবা তাকে গালি দেয়; তবে সে যেন দু’বার বলে, আমি সায়িম (রোজাদার)।” -সহীহ বুখারী: ১৮৯৪

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ

‘‘রোজা শুধু পানাহার ত্যাগের নাম নয়; বরং অর্থহীন ও অশ্লীল কাজ থেকেও বেঁচে থাকা জরুরী। অতএব কেউ যদি রোজাদারের সঙ্গে ঝগড়া করতে থাকে কিংবা মূর্খসূলভ আচরণ করতে থাকে তখন সে যেন বলে- আমি রোজাদার, আমি রোজাদার।” -সহীহ ইবনে খুযাইমা: ১৯৯৬

সুতরাং যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা’র নৈকট্য অর্জন, ক্ষমা ও প্রতিদান লাভের আশায় রোজা রাখবে, তাদের শুধু পানাহার পরিত্যাগ করার মাঝে সংযমী হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং সব ধরনের গুনাহের কাজ বর্জন করে রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

এ পবিত্র মাসের প্রত্যেকটি নেক আমলই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা’র কাছে অধিক প্রিয় এবং ফযীলতময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মুবারক মাসে যে সব নেক আমল গুরুত্বের সাথে আদায় করতেন, আমাদেরও উচিত ঐ সব নেক আমল গুরুত্ব সহকারে আদায় করা।

রমজান- দিনে সিয়াম আর রাতে কিয়াম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজান মাসের রোজা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” -সহীহ বুখারী: ৩৮

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমজান মাসে সালাতে দন্ডায়মান থাকবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” -সহীহ বুখারী: ৩৭

রমজান- পবিত্র কুরআন নাযিলের মাস

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেন-

شَهْرُرَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

‘‘রমজান মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। যা মানুষের জন্যে হেদায়েত এবং সুপথ প্রাপ্তির সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর হক্ব-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।” -সূরা বাকারা: ১৮৫

সুতরাং কুরআন নাযিলের এ মাসে কুরআন তিলাওয়াতে বেশি বেশি সময় ব্যয় করা উচিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ‘‘জিবরীল আ. রমজানের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন মাজীদ শোনাতেন।” অপর এক হাদীসে আছে, জিবরীল আ. রমজানের প্রতি রাতে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে) আগমন করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন শুনাতেন। সুতরাং আমরা যারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি, তারা তিলাওয়াতের আমল জারী রাখবো এবং অপর মুমিন ভাইয়ের তিলাওয়াত শ্রবণ করেও সাওয়াব অর্জন করতে পারি। আর যারা কুরআন তিলাওয়াত করতে জানি না; তারা বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত শিখবো এবং কোনো তিলাওয়াতকারীর সান্নিধ্যে বসে কুরআন তিলাওয়াত শোনার আমল করতে পারি। পবিত্র কুরআনই হচ্ছে সকল আইনের উৎস; আমাদের একমাত্র সংবিধান। সুতরাং এ সংবিধানের আলোকেই গোটা বিশ্ব পরিচালিত হবে; মানুষের মনগড়া কোনো মতবাদে নয়। তাই এ সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্যে পবিত্র কুরআনের

বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা লাভের পর এর অর্থ বোঝার অথবা এ সম্পর্কে জ্ঞাত বিজ্ঞ আলেমের কাছ থেকে পবিত্র কুরআনের বিধানাবলী জেনে নেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

রমজান- দান-সদাকায় হস্ত প্রসারিত করার মৌসুম

সারা বছরের সব সময়েই তো দান-সদাকা করা এক উৎকৃষ্ট আমল; কিন্তু পবিত্র রমজান মাসে তার গুরুত্ব ও ফজীলত বহু গুণে বেড়ে যায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ

‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন। রমজান মাসে তাঁর দানশীলতা আরো অধিকতর বৃদ্ধি পেত। জিবরীল আ. রমজানের প্রতি রাতে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে) আগমন করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন শুনাতেন। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ছিলেন কল্যাণবাহী বায়ুর চেয়েও

অধিক দানশীল” -সহীহ বুখারী: ০৬

এ জন্য আমরা আপন হস্ত প্রসারিত করে এ মাসে বেশি বেশি আল্লাহর রাহে এবং অন্যান্য উপযুক্ত খাতসমূহে দান-সদাকা করতে সচেষ্ট হই। এ পবিত্র মাসে আমরা আমাদের মুমিন রোজাদার ভাইদের ইফতার করাতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

‘‘যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে তার অনুরূপ প্রতিদান লাভ করবে। তবে রোজাদারের প্রতিদান হতে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করা হবে না।” -সুনানে তিরমিযী: ৮০৭

এক গ্লাস পানি পান করিয়ে, সামান্য একটি খেজুর রোজাদারের হাতে তুলে দিয়েও আমরা এ প্রতিদান লাভ করতে পারি।

রমজান- পাপ মোচন ও মাগফিরাত লাভের সুযোগ

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

‘‘পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমুআ থেকে আরেক জুমুআ এবং এক রমজান থেকে আরেক রমজান এর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহকে মুছে দেয়া হয়; যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।” -সহীহ মুসলিম: ২৩৩

যে ব্যক্তি রমযান পেয়েও স্বীয় গুনাহসমূহ ক্ষমা করাতে পারল না; তার ওপর জিবরীল আ. অভিসম্পাত করেছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে আমীন বলেছেন। তাই নিজ জীবনের কৃত গুনাহের কথা স্মরণ করে বেশি বেশি তওবা-ইস্তেগফার করা উচিত। বিশেষ করে ইফতার ও তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং দুআ করা উচিত। তিন ব্যক্তির দুআ ফেরত দেওয়া হয় না ; তন্মধ্যে এক প্রকার হলো, রোজাদার ব্যক্তির ইফতারের সময়ের দুআ।

রমজান- লাইলাতুল কদরের মাস

লাইলাতুল কদর এর রাত এত মর্যাদাশীল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, এক হাজার রাত ইবাদত করলে যে সওয়াব হতে পারে, এই এক রাতের ইবাদতে তার চেয়েও বেশি সওয়াব লাভ করা যায়। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এ রাত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ‘‘লাইলাতুল কদর এক হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।”

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘‘আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে রাত জেগে ইবাদত করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” -সহীহ বুখারী: ২০১৪

তাই আমরা লাইলাতুল কদর অন্বেষণে রমজানের রাতগুলিতে ইবাদতে মশগুল থাকবো।

রমজানের শেষ দশকের অত্যন্ত ফযীলতময় একটি আমল- ই’তিকাফ

হাদীস শরীফে এসেছে-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ العَشْرَالأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ

‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন।”

সুতরাং এ মাসে আমরা ই’তিকাফ এর মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য অর্জন করতে পারি।

নফল ইবাদত

রমজানের সময়গুলো গাফলতিতে না কাটিয়ে আমরা যথা সম্ভব নফল ইবাদতের মাধ্যমে অধিক সাওয়াব অর্জন করতে পারি। সাহরীর সময় কত সহজেই দু’চার রাকাত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এ পবিত্র রমজানের যথাযথ হক্ব আদায় করে তাঁর ইবাদত করার তাওফীক দান করুন। আর সৌভাগ্য নসীব করুন সে প্রতিদান লাভের; যে ব্যাপারে হাদীস শরীফে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা’র ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে-

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، هُوَلِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ

‘‘আদম সন্তানের প্রত্যেকটি আমল তার জন্যেই; কিন্তু রোজা স্বতন্ত্র। তা আমারই জন্যে, আর আমিই তার প্রতিদান দেবো।” -সহীহ মুসলিম: ১১৫১/১৬১

আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!

...al-balagh ১৪৩৮ |২০১৭| issue-৫...

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৭০৬৫-

সায়্যিদুল ইস্তিগফার (গোনাহ মাফের সর্বশ্রেষ্ট দোয়া) এর ফজিলত ও শর্ত।

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

১০-২৯-২০১৭

বুখারী শরীফে এসেছে,

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ "

قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ »

“হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত: সায়্যিদুল ইস্তিগফার হচ্ছে তুমি বলবে,

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ "

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি (খালেস নিয়্যতে, এর সওয়াব ও প্রতিদানের প্রতি) ইয়াকিন করত দিনের বেলায় তা বলবে, অত:পর সন্ধার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতবাসী। আর যে ব্যক্তি (খালেস নিয়্যতে, এর সওয়াব ও প্রতিদানের প্রতি) ইয়াকিন করত রাত্রির বেলায় তা বলবে, অত:পর

সকাল হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতী'।" **[সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৫৯৪৭]**

অর্থাৎ যখন কেউ গুনাহ থেকে তাওবা করতে চায়, তখন তার জন্য গোনাহ মাফের সর্বশ্রেষ্ট দোয়া হল- এই দোয়াটি।

তবে দোয়াটি শুধু মুখে মুখে পড়লেই হবে না, গুনাহ থেকে তাওবার নিয়্যতে, ইয়াকিন ও ইখলাসের সাথে পড়তে হবে। তবেই দোয়াটি সায়্যিদুল ইস্তিগফার হিসেবে গণ্য হবে এবং তার ব্যাপারে বর্ণিত ফজিলত লাভ হবে, অন্যথায় নয়।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (মৃত্যু: ৮৫২হি.) হাফেয ইবনে আবি জামরাহ্ রহ. থেকে বর্ণনা করেন,

"من شروط الاستغفار:

صحة النية،

والتوجه،

والأدب؛

فلو ان أحدا حصل الشروط واستغفر بغير هذا اللفظ الوارد، واستغفر آخر بهذا اللفظ الوارد، لكن اخل بالشروط: هل يستويان؟

فالجواب: ان الذي يظهر ان اللفظ المذكور انما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة." اهـ

"ইস্তিগফারের শর্ত হচ্ছে,

(১). নিয়্যত সহীহ হওয়া।

(২). আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশের সহিত হওয়া।

(৩). আদবের সহিত হওয়া।

যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত শর্তসমূহ পালনপূর্বক হাদিসে বর্ণিত অন্য কোন দোয়া দিয়ে ইস্তিগফার করে তথা গোনাহ মাফ চায়, আর অন্য এক ব্যক্তি এসব শর্ত পালন ব্যতীত এই দোয়া দিয়ে ইস্তিগফার করে- তাহলে উভয়ে কি বরাবর হবে?

উত্তর: স্পষ্ট এটাই, এ দোয়াটি সায়্যিদুল ইস্তিগফার হবে, যখন উল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া যাবে।" **[ফাতহুল বারী: ১১/৯৮]**

অতএব, যখন সহী নিয়্যতে, মনোনিবেশপূর্বক, আদবের সহিত এই দোয়া পড়ে আল্লাহর তাআলার কাছে গোনাহ মাফ চাইবে- তখনই এই দোয়ার ফজিলত পূর্ণ লাভ হবে। অন্যথায় শুধু মুখে পড়ার দ্বারা কিছু ফায়েদা তো হবে, কিন্তু হাদিসে বর্ণিত ফজিলত লাভ হবে না, সমস্ত গুনাহও মাফ হবে না।

বি.দ্র.

মুজাহিদ ভাইদেরকে কিছু আযকার পড়তে দেয়া হয়। তাতে এ দোয়াটিও আছে। কিন্তু অনেক সময়ই খালেস নিয়্যত এবং আদব-ইহতিরামের সাথে পড়া হয় না। তাওবা এবং গুনাহ মাফের নিয়্যতও থাকে না। শুধু প্রথা-মাফিক পড়ে যাওয়া হয়, যেন কোনমতে দায়িত্ব আদায় করা উদ্দেশ্য। এভাবে পড়ার দ্বারা ফায়েদা কিছু হলেও, কোন দোয়ারই পূর্ণ ফজিলত লাভ হবে না। তাই ভাইদের প্রতি আবেদন, আপনারা মনোযোগের সহিত, বুঝে-শুনে, তাওবা ও গুনাহ মাফের নিয়্যতে আযকারগুলো পড়বেন।

পোস্টটা দেয়ার উদ্দেশ্য- যেন আল্লাহ তাআলা আপনাদের সাথে আমাকেও মনোযোগের সাথে, তাওবা ও গুনাহ মাফের নিয়্যতে পড়ার তাওফিক দান করেন। কেননা, অন্যকে স্বরণ করিয়ে দেয়ার বরকতে নিজের মধ্যেও আমলের জযবা পয়দা হয়।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮০৪০

ইসলাম ও আল জিহাদ

asadhasan

Senior Member

১২-১৬-২০১৭

ইসলামের সাথে জিহাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য.. (সাইয়েদ কুতুব রাহি)

ইসলাম অকারনে কিংবা কোনো খোঁড়া অজুহাতে কাউকে আক্রমন করার পক্ষপাতী নয়। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর শুধু এ জন্যে আক্রমন করে না যে, সে ভিন্ন ধর্মালম্বী। ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেককেই তার পছন্দ অনুযায়ী ধর্মমত পালন করার স্বাধীনতা ইসলাম নিশ্চিত করে। কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি, কিংবা কোনো ব্যক্তি যখন ইসলামের বাণী প্রচারের ও প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখনই কেবল ইসলাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুকুম দেয়। কেননা এ পর্যায়ে এসে ব্যক্তি বা দল মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই বাধা অপসারন করে প্রত্যেকের জন্য স্বাধীনতা নিশ্চিত করাই জিহাদের লক্ষ্য। জনগনেরর উপর যেসব ব্যাক্তি তাদের মনগড়া শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে মানুষকে তাদের আদর্শের গোলাম বানিয়ে রেখেছে, সেসব শক্তির মূলৎপাটন করাই জিহাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিবেশের কারণে বিশ্বজুড়ে ইসলাম বিরোধীদের তোড়জোড় ও হুমকি-ধমকিতে ভয় পেয়ে তাদেরকে খুশি করার জন্য কিংবা পাশ্চাত্যের ধূর্ত লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত ও নমনীয় হওয়ার কারনে কোনো ব্যাখ্যা দিলে তা মোটেই গ্রহনযোগ্য নয়। কেননা জিহাদ ইসলামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম যতদিন আছে জিহাদও ততদিন থাকবে। দেশরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, যুদ্ধ করার অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরন্জাম না থাকলেও জিহাদের হুকুম বহাল থাকবে। ইতিহাসের অমুক সময়ের তমুকেরা জিহাদ করেনি, এমন কথা বলে কোন লাভ নেই। যারা করেনি সেটা তাদের ব্যাপার। এতে ইসলামে জিহাদের হুকুম রহিত হয়নি; বরং তারাই ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে।

ইতিহাসের উত্থান-পতনের ঘটনা পর্যালোচনার সময় এটা কিছুতেই ভুলে গেলে চলবে না যে, ইসলাম বিশ্বমানবতার সার্বজনীন মুক্তির ঘোষনা দিয়েছে। এবং সে জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থাও নির্ধারন করে দিয়েছে। জিহাদ এ কর্মপন্থারই নাম। নিছক দেশরক্ষার প্রয়োজনে জিহাদ করা কিংবা উপায় উপকরনের সাথে জিহাদকে শর্তযুক্ত করে দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। গায়রুল্লাহর দাসত্ব থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করা, গোটা পৃথিবীকে আল্লাহর আইনের অধীনে নিয়ে আসা এবং সমাজের স্বার্থপর, ধোঁজাবাজ, ও প্রতারক নেতাদের হটিয়ে সেখানে সৎ যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ইসলামি জিহাদের উদ্দেশ্য।

জাহেলি সমাজের স্বার্থপররা জানে যে, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হলে তথা ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়িত হলে তাদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও স্বার্থ বজায় থাকবে না। তাই আল্লাহর সার্বভোমত্বের ঘোষনা দেয়ার সাথে সাথেই এসব নেতারা ইসলামি আন্দোলনকে দমন করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। তারা ভালো করেই জানে যে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের মতো দুশ্চরিত্র, স্বার্থপর, লম্পট ও প্রতারকদের কোনো অস্তিত্ব সমাজে থাকবে না। তাই তারা ইসলামি আন্দোনকে নিজেদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে হুমকি-স্বরুপ মনে করে এবং ইসলামি আন্দোলোনকে অংকুরেই ধ্বংস করে দিতে চায়।

এক্ষেত্রে ইসলামি আন্দোলনকে তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থেই আত্মরক্ষামূলক কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়। ইসলাম কারো সাথে অকারনে সংঘর্ষে যাওয়া পছন্দ করে কিনা, এ প্রশ্ন এখানে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে সমাজে এ ধরনের পরিস্থতি সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ সংঘাত এক অনিবার্য পরিণতি। কেননা এটা উভয়েরই অস্তিত্বের লড়াই। ইসলামি জীবনব্যস্থা এমনই দুটো সাংঘর্ষিক বিষয়, যার সহাবস্হান কখনই সম্ভব নয় তাই অনিবার্য ও সংগত কারনেই ইসলামি আন্দোলনকে এ স্তরে প্রতিরক্ষামূলক কিছু ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

যদি রাসুলকে কটুক্তি করা হয়, ওদের বাক সাধিনতার অংশ তাহলে ওদেরকে ধারালো চাপাতির আঘাতে হত্যা করা আমাদের দিনের অংশ। (আনওয়ার আল-আওরাকি রহি)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৮৪৭১